হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 06, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, June 2018

রাধা মহাভাবরূপিনী অথবা মহাশক্তির দ্যোতক এসব তো নিছকই কল্পনা বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে রাধার কোন মহাভাবের অথবা মহাশক্তির পরিচয় আমরা পাইনি। বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্রে ছত্রে রাধার যে প্রেম তা তো নিছক একালের কলেজে পড়া প্রথম বর্ষের মেয়েদের মতো। ''রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' এ তো স্রেফ শরীরী প্রেমের ঘনঘটা।

—মানস ভট্টাচার্য্য

পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘাটালের রামজীবনপুরে আক্রমণের শিকার হিন্দুরা

গত ১৪ই মে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা টাউন থানার কাটাগোলা গ্রামের হিন্দুরা মুসলিম-জিহাদি আক্রমণের শিকার হলো। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের একজন মুসলমান নামাজ পড়তে যাবার পথে হিন্দু কিশোরী বিপাশা মণ্ডলের (নাম পরিবর্তিত) শ্লীলতাহানি করে। নিজেকে বাঁচাতে হিন্দু কিশোরী এই মুসলিম ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয় তাতে ও মুসলিম ব্যক্তি পড়ে যায এবং তার মাথায় চোট লাগে এবং একটু রক্ত বেরিয়ে যায়। তারপর কিছু মুসলমান জড়ো হয়ে তাকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পাশের হুগলি জেলার গোঘাট থানার বাবুরামপুর, সুন্দরপুর এবং রামানন্দপুর থেকে কয়েকশো মুসলমান এসে কাঁটাগোলা গ্রাম আক্রমণ করে। মুসলমানরা একের পর এক হিন্দুর বাড়িতে ভাঙচুর চালাতে থাকে। বাড়ির মহিলারা ঘরে লুকিয়ে যায়। মুসলমানের আক্রমণে অনেক হিন্দু বাড়ির অ্যাসবেস্ট-এর চাল ভেঙে যায়। এই আক্রমণে দিলীপ চৌধুরী, সমর মালিক, শ্রীকান্ত পাল, তপন পাল, শম্ভুনাথ দলুই, বংশী মালিক ও আরতি মালিকসহ মোট ৩৫টি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এর মধ্যে বংশী মালিকের হাত ভেঙে গিয়েছে। বাদল দোলুইয়ের পিঠে রডের আঘাতে কেটে গিয়েছে। বর্তমানে এলাকার হিন্দুরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। গতকাল ১৭ই মে, বৃহস্পতিবার হিন্দু সংহতির একটি প্রতিনিধিদল এলাকা পরিদর্শনে যায়। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে স্থানীয় হিন্দুদের সমস্তরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পাবলিক ডিপ্লোমেসি-র আহ্বানে ইজরায়েলে তপন ঘোষ

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পাবলিক ডিপ্লোমেসি-র আহ্বানে হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষ শ্রী তপন ঘোষ ৯ জুন ২০১৮, শনিবার ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভ-এ পৌঁছান। সেখানে পার্লামেন্টের সদস্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে সম্বর্ধনা দেন। এরপর সেখান থেকে তিনি একটি সভায় যান এবং সেখানে প্রায় আধঘণ্টা একটি বক্তব্য রাখেন।

গদখালিতে হিন্দু সংহতির বস্ত্র বিতরণ

গত ৪ঠা জুন বাসন্তী থানার গদখালির নীলকণ্ঠ মোড়ে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হল। এলাকার প্রায় ৭৫ জন মহিলার মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য, সম্পাদক শ্রী সুন্দর গোপাল দাস এবং সহ সভাপতি শ্রী সমীর গুহরায়। এছাড়াও ঐ অঞ্চলের হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি টোটন ওঝা, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শ্যামল মণ্ডল, মিলন ওঝা ও দুলাল দাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্রবিতরণের আগে সংহতি-সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, বস্ত্রবিতরণই হিন্দু সংহতির উদ্দেশ্যে নয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে জেহাদি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এক ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কারণ আগামীদিন পশ্চিমবঙ্গের মাটি জেহাদিদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে লড়াই ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আর এই লড়াইতে সব সময়ে গ্রামবাংলার হিন্দু-হিন্দু সংহতিকে কাছে পাবে। সংহতির সহ সভাপতি সমরী গুহরায় বলেন, বাসন্তী হাইরোডের উপর সাজিরহাট, ঘটকপুকুর, মিনাখাঁ, মালঞ্চ, সরবেড়িয়া বাজার সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। এই অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া হিন্দুদের সামনে অন্য কোন পথ নেই। তাই হিন্দু সংহতি অরাজনৈতিকভাবে সকল হিন্দুকে সাথে নিয়ে এই লড়াই চালাবে।

শাসক দলের ঝাণ্ডা ধরে আক্রমণ, সমবেত প্রতিরোধ হিন্দুদের

গত ১৪ই মে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলায় জেলায় রাজনৈতিক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল। কিন্তু সবটাই রাজনৈতিক ছিল না। বহু জায়গায় শাসকদলের জার্সি পরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিরোধীদলের কাফের তথা হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। কোথাও কোথাও শাসক দলের হিন্দুরাও রেহায় পায়নি। উত্তরবঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত নন্দজোড় গ্রামে ভোটের দিন এমনই ঘটনা ঘটল।

ঐ দিন সকাল থেকেই শাসকদলের মুসলিম গুণ্ডা ফিরদৌস সশস্ত্রভাবে তার দলবল নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো শুরু করে। ধরে ধরে হিন্দুদের মারধোর এমন কী প্রাণনাশর হুমকিও দিতে থাকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তার অত্যাচার বাড়তে থাকলে রাজনীতি ভুলে এলাকার হিন্দুরা সমবেত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আশেপাশের গ্রামের হিন্দুরাও এই লড়াইতে যোগ দেয়। গুলির লড়াইতে দুপক্ষেরই বেশ কয়েকজন জখম হয়। আত্মরক্ষার খাতিরে হিন্দুদের দিক থেকে ছুটে আসা দুটি তীরে গুরুতর জখম হয় ফিরদৌস। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলে বিনা লড়াইতে এতটুকু জমি ছাড়তে রাজি নয় হিন্দুরা, এই লড়াই তারই প্রমাণ দিল।

মালদার ইংলিশবাজারে হিন্দু ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের চেষ্টা মুসলিমদের, প্রতিরোধ হিন্দুদের

মালদা জেলার অন্তর্গত ইংলিশবাজার থানার লক্ষ্মীপুর বাজার। আশেপাশের এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত হলেও বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ীদের আধিক্য ছিল। কিন্তু গত ১৭ই মে, বৃহস্পতিবার আশেপাশের এলাকার মুসলমানরা লাঠি, রড, ইত্যাদি নিয়ে লক্ষ্মীপুর বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের দোকান থেকে বের করে যথেচ্ছ মারধর করে মুসলিমরা। মুসলিমদের মারে অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী আহত হন। এতে বাজারে থাকা ব্যবসায়ীর ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু কিছু সময় পর হিন্দু ব্যবসায়ীরা ও আশেপাশের হিন্দু মানুষজন এই জিহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তারা জিহাদি আক্রমণকারী মুসলমানদেরকে মারধর করেন। তাদের মারে মুসলমানরা বাজার ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন আহত হিন্দু ব্যবসায়ীদের উদ্ধার করে মালদা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলিমদের মারে মোট ৯ জন হিন্দু ব্যবসায়ী আহত হন। সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও আহত ব্যবসায়ী সঞ্জীব মণ্ডলের মাথায় চোট থাকায় তিনি বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। লক্ষ্মীপুরের হিন্দু ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন যে, বাজারের হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করে এই হামলা চালানো হয়েছে। এর আগেও মুসলমানরা বাজারের দোকান দখল করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। প্রশাসনকে সব জানানো সত্ত্বেও এবারের আক্রমণ প্রমাণ করল প্রশাসন এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। এলাকার পরিস্থিতি এখন থমথমে। কোনোরকমে অশান্তি এড়াতে বর্তমানে লক্ষ্মীপুর বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আমাদের কথা

অস্ত্র ছেড়ে জেহাদিরা নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে পশ্চিবঙ্গ দখলের

হিন্দু সংহতি ২০০৮ সালে শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে জন্ম নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল-ইসলামিক জিহাদের আগ্রাসন থেকে বাংলার মাটি বাঁচানো এবং জিহাদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সেই হিন্দু সংহতি আজ দশ বছর পেরিয়ে এগারোতে পা দিয়েছে। আজ গ্রাম বাংলার নিপীড়িত হিন্দুর একমাত্র ভরসা হিন্দু সংহতি। হিন্দু সংহতির ক্রমাগত লড়াইয়ের ফলে গ্রাম বাংলার হিন্দুরা একটু শান্তিতে বাঁচতে পারছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি গত এক বছরে একটু অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। হঠাৎ করেই যেন জিহাদি আগ্রাসনের তীব্রতা কমে গিয়েছে। হঠাৎ করেই যেন আক্রমণকারী জিহাদি মুসলমানরা যেন শীতঘুমে চলে গিয়েছে। বিগত বছরগুলির মতো আর হিন্দুদের ওপর ইসলামিক আক্রমণ হচ্ছে না। যেমন আমরা দেখেছি যে গত মহরমে জেলায় জেলায় হিন্দুদের উপর ইসলামিক আক্রমণ হয়নি। আগের মতো আর মুসলিমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করছে না। কিন্তু এর কারণ কি? আজ বাংলার হিন্দুদেরকে ভাবতে অনুরোধ করছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের আনন্দ করার মতো কিছুই নেই। আমরা যেন রাজনৈতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে হিন্দুদের ওপর হওয়া জিহাদিদের অত্যাচার, হিন্দুসমাজের দুর্দশার কথা ভুলে না যাই। আমরা হিন্দুরা বর্তমান পরিস্থিতি দেখে যেন ভুলে না যাই যে ইসলামিক আক্রমণ আর হবে না। আমরা যেন মনে না করি যে আমরা শান্তিতে আছি। কারণ ইসলামির জিহাদিদের কৌশলটাকে আমাদের বুঝতে হবে। ইসলামিক জিহাদিরা কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তারা ভবিষ্যতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেকোনো সময় এই বাংলার যেকোনো স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নেমে আসেত পারে জিহাদি আক্রমণ। সেদিন যেন আমাদের হিন্দুসমাজ তা প্রতিরোধ করতে পারে, সেই মতো প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে। আমরা শান্তিকে আপন করে নেবো ঠিকই, কিন্তু আমাদের লড়াইয়ের মানসিকতা তাজা রাখতে হবে, লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। হিন্দুসমাজকে এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যেন আমরা জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারি। তা না হলে ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাটি বাঁচানোর লড়াইতে আমরা পিছিয়ে পড়বো, আমরা মাটি হারাবো। আর সেই লড়াইতে হিন্দু সংহতি জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, সেই লড়াইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে, আর ভবিষ্যতেও হিন্দু সংহতি জিহাদির বিরুদ্ধে লড়াইতে সর্বাগ্রে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার ইসলামিক জেহাদিরা কি সত্যিই চুপচাপ বসে রয়েছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি অনেকটা বন্ধ হয়েছে বলে এমনটা ভাবা ভুল। জেহাদিরা চুপচাপ বসে নেই। তারা পশ্চিমবঙ্গের মাটি দখলের নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনার তিনটি দিক আছে। এক লাভ জেহাদ, দুই ল্যান্ড জেহাদ এবং তিন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যধিক সন্তান উৎপাদন করে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের চিত্রটাকে বদলে দিতে। লাভ জেহাদের ঘটনা এখানে কি হারে বেড়ে গেছে সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন। গতমাসে হিন্দু সংহতির দপ্তরে একশোটারও বেশি লাভ জেহাদের কেস এসেছে। আমাদের কাছে আসেনির সংখ্যার এর দুগুণ তিনগুণ বেশি। উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে ল্যাণ্ড জেহাদের কাজ। এর পিছনে আছে আরবীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক সাহায্য আর পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত ও সমর্থন। এখন হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও উত্তরের জেলাগুলিতেও জোরকদমে চলছে ল্যাণ্ডজেহাদের কাজ। একই সঙ্গে মুসলিম সমাজ বিপুল সংখ্যক বাচ্চা নিয়ে বদলে দিতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস। এখনই পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ অতিক্রম করে গেছে। আগামী ১৫-২০ বছরে তা প্রায় ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে। এখনই ওদের যা দৌরাত্ম্য, আগামীদিনে তা কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে তা ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়।

বন্ধু প্রথম দুটো সমস্যার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দু সংহতি। কিন্তু তৃতীয় সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব আপনাদের। অধিক বাচ্চা নিয়ে জনসংখ্যা বিন্যাসের যে চক্রান্ত চলছে তা রুখে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে এ আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। নইলে পশ্চিমবঙ্গ ইসলামিক বাংলাদেশ হতে আর বেশি দেরি নেই। হয়তো আর একটা জেনারেশন। হিন্দু সংহতি বা কোন একটা সংগঠনের পক্ষে এ লড়াই সম্ভব নয়। আপামর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ও জাতীয়তাবাদী হিন্দুকে আজ এ লড়াইতে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই পশ্চিমঙ্গকে জেহাদিদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে বিস্ফোরকসহ গ্রেফতার ২, বাড়ছে জঙ্গিযোগের সম্ভাবনা

তিন সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেপ্তারের পর মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার সেই নিমতিতা গ্রাম থেকেই দুই বিস্ফোরক কারবারি ধরা পড়ল। গত ২৪শে মে, বৃহস্পতিবার রাতে ক্রেতা সেজে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সমেত ওই কারবারিদের গ্রেপ্তার করে পুলিস। ধৃতদের নাম মংলু খান ও সাদেকুল শেখ। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সূতি থানার নতুনচাত্রা গ্রামে তাদের বাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে দু'ধরনের প্রায় ১০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি প্যাকেটে সালফার এবং অন্য একটি প্যাকেটে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। ধৃতদের সঙ্গে বাংলাদেশি জঙ্গিদের যোগাযোগ আছে বলেই পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সন্দেহ। পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার বলেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা করা হয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখতে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

মাস তিনেক আগে নিমতিতা চাকুলিয়া গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহভাজন তিন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। সেই সময় তারা আমবাগন ও সর্ষে খেত থেকে প্রচুর বিস্ফোরক ও বোমা উদ্ধারকরে। ওই ঘটনার পর সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জনা গিয়েছে, গোপনে বিস্ফোরক আমদানির খবর পেয়ে দু'দিন আগে পুলিস ক্রেতা সেজে সূতির নতুনচাত্রা গ্রামের বিস্ফোরক দিতে ওই দুইজন নিমিত্তা গ্রামে আসে। পুলিশ আগে থেকেই খবর পেয়ে সেখানে ওঁত পেতে ছিল। তারা গ্রামে ঢুকলেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেন থানার ওসি অমিত ভকত গত ২৫শে মে, শুক্রবার ধৃতদের জঙ্গিপুর এসিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের ছ'দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে যে, ধৃতদের কোনোরকম জঙ্গি যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দ্যাশের বাড়ি

অনির্বাণ দাশগুপ্ত

ছোট বেলায় দেখতাম 'দ্যাশের বাড়ি'র কথা উঠলেই বাবার মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত। পরিষ্কার বুঝতে পারতাম ঐ মুহূর্তে বাবার চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠেছে শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত পুকুর ঘাট, কাঁচা মিঠা আম গাছটা, ধবলী নামের সাদা গরুটা, পাট ক্ষেত, শ্যামগ্রাম খাল, শ্যামগ্রাম স্কুল থেকে কৈশোরের নরসিংহী শাঠিপাড়া স্কুল হয়ে যৌবনের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। কিন্তু অনেক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেও বাবার মুখে কোনদিন জন্মভূমি বা দেশত্যাগজনিত রাগ, ক্ষোভ বা এমনকি দুঃখের অভিব্যক্তিও ফুটে উঠতে দেখিনি। এটাই আমার কাছে খুব অবাক লাগত। এভাবে সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে একবস্ত্রে সব ফেলে চলে আসতে হল, শিকড় থেকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলা হল, অথচ কোন ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই। এখন আর বাবাকে সেভাবে 'দ্যাশের বাড়ি'র কথা বলতে শুনি না। যে বাবাকে গর্বভরে 'দ্যাশের বাড়ি'র কথা বলতে শুনেছি, যে 'দ্যাশের বাড়ি'র কথা উঠলে বাবার চোখ চকচক করে উঠত, নস্টালজিক হয়ে উঠত, সেই গর্বের 'দ্যাশে' ফেরার স্বপ্ন কেন দেখে না আমাদের বাবারা? কেন তারা ফেলে আসা ভিটেমাটিতে যাবার ইচ্ছে পোষণ করে না? আমার বাবা উদাহরণ মাত্র, পুরো জাতি হিসেবেই হিন্দু বাঙালির মনস্তত্বটাই এরকম অদ্ভুত। সবটাই যেন ভবিতব্য, হাসিমুখে মেনে নিতে হবে, আবারো, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। যেন জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু বাঙালির কপালে লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়েছে 'উদ্বাস্তু'।

আমরা তো জানি না ছেচল্লিশের 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং নোয়াখালী কি, চৌষট্টি খুলনা বা একাত্তরের পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের হিন্দু নিধন যজ্ঞ কি। আমরা তো জানি না কিভাবে মা-বাবার সামনে মেয়েকে, ছেলের সামনে মা'কে ধর্ষণ করে যৌনাঙ্গে বেয়নেট দিয়ে, বল্লম বা তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে। আমরা তো জানি না কিভাবে 'গণিমতের মাল' হিসেবে অগণিত নারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে হায়নার দল। আমাদের জানা নেই কত বাবা তার আদরের মেয়েকে নিজের হাতে খুন করেছে ঐ নোংরা হাতগুলির অত্যাচার থেকে বাঁচাতে। আমরা জানি না কিভাবে ছোট্ট শিশুদের আছাড় মেরে বা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সেই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। না আমাদের পাঠ্য বইয়ের বিকৃত গেলানো ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি, না আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিখিয়েছে, না আমাদের আগের প্রজন্ম বলেছে। অথচ আমাদের আগের প্রজন্মের প্রত্যেকটা লোক এই একই বা এর চেয়েও বেশি নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন পার করে এসেছেন।

মাঝে মাঝে মনে হয়, পারিবারিক ভাবে আমাদের জমিজমা, ধন সমপ্দ ফেলে আসা ছাড়া আর তো বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি, আমাদের বংশের কারোর সম্মানহানীও হয়নি। মোটামুটি ভালোই আছি। তার জন্যই কি স্বভাব স্বার্থপর বাঙালি হিসেবে আমাদের এই নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা? কিন্তু ওপারে যাদের হত্যা করা হয়েছিল, ধর্ষণ করা হয়েছিল বা ওদেশে এখন যাদের অত্যাচার করা হচ্ছে, এই পারে আসার পর যে সম্পন্ন পরিবারগুলি আজ পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে, যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মেয়েদের ঠাঁই হয়েছে যৌন পল্লীতে, তাঁরা বুঝি আমার কেউ না?

পাঞ্জাবীদের কথাই ধরুন, আমাদের মতে এত ধাপে ধাপে না হলেও ওদেরও তো মোটামুটি সেই একই অভিজ্ঞতা। কিন্তু ওদের সামনে আর উদ্বাস্তু হওয়ার হাতছানি নেই। কারণ কি জানেন? এদের ছোট থেকেই সেই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, সে যতোই নৃশংস হোক। গুরুদ্বারে গেলে দেখবেন সেই নৃশংস ইতিহাস চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা আছে। আর আমাদের ধর্মীয় স্থানগুলিতে কি শেখানো হয়? সঠিক ইতিহাস আমাদের জানানো হয়নি বলেই শত্রু-মিত্র বোধটাই আজও আমাদের গড়ে উঠল না, শত্রু চিনতে ভুল করেছি আমরা বারবার। এতভাবে অত্যাচারিত হবার পরও অত্যাচারীদের আমরা ভাই বলছি। জানি না, তারা যে আড়ালে ছুরিতে শান দিয়েই যাচ্ছে। সুযোগ এলেই আবার বুকে বসিয়ে দেবে, দিচ্ছেও। মানুষ তো ইতিহাস থেকেই শিক্ষা নেয়, আছাড় খেয়েই মাটি চেনে। আমরা সেই শিক্ষা নিইনি বলেই একবার উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর আবার উদ্বাস্তু হওয়াই আমাদের ভবিতব্য।

এবার তাকান ইহুদীদের দিকে...

আঠারোশো বছর ধরে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে শিকড়হীন কচুরিপানার মতো বিচ্ছিন্নভাবে জায়গায় জায়গায় ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত কিন্তু মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারল। কারণ তাদের মধ্যে ছিল সেই জেদ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম সযত্নে সেই স্বপ্নের বীজ রোপণ করে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মতে, মর্মে প্রোথিত করে গেছেন সেই বীজমন্ত্র। 'ফিরতে হবে, ফিরতে হবে Next year to Jerusalem পরের বছর জেরুজালেমে ফিরে যাবো'। দু'জন ইহুদীর মধ্যে দেখা হলে প্রথম সম্ভাষণই ছিল, আবার দেখা হবে জেরুজালেমে। এই জেরুজালেম হল ইস্রায়েলের শাশ্বত রাজধানী। অর্থাৎ যতদিন একজন ইহুদীও জীবিত থাকবে, এই পবিত্র ভূমি থাকবে এদের রাজধানী। আর আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি হিন্দুরা কি চিরকাল শিকড়হীন কচুরিপানা হয়ে ভাসতেই থাকব, শেকড়ে ফেরা হবে না কোনদিন?

টাকার মূল্যে দ্বিগুণ ডলার দেবার নাম করে প্রতারণা

ব্যাঙ্কে কিংবা চিটফাণ্ডে টাকা রাখার দরকার নেই। তবে টাকা দিতে হবে ভারতীয় নোটে, যার বদলে দ্বিগুণ মার্কিন ডলারের টোপ! কিন্তু আসল ডলারের বদলে প্রতারকরা ধরিয়ে দিত কাগজের বাণ্ডিল! বাংলাদেশের কামাল হোসেন এবং তাউজুল শেখ এই রাজ্যে এমনই প্রতারণার কারবার ফেঁদে বসেছিল। মধ্যমগ্রামে গাঁজাসহ ধরা পড়ার পর ধৃতরা পুলিসি জেরায় এই চক্রের কথা স্বীকার করেছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তাদের ফাঁদে পা দিয়ে দ্বিগুণ ডলারের লোভে প্রতারিত হয়েছেন বহু মানুষ।

প্রসঙ্গত, গত ২৬শে মে, শনিবার রাতে মধ্যমগ্রাম শহরের একটি পেট্রল পাম্পের সামনে থেকে পুলিশ কামাল হোসেন এবং তাইজুল শেখকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে ২৬ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজাও উদ্ধার হয়। পুলিস জানিয়েছে, তারা ডলারের ভুয়ো কারবারের সঙ্গে মাদকের কারবারও করত। রবিবার আদালত থেকে পুলিশ ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কামাল ও তাউজুল গত দু'বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এ দেশে আসে। মধ্যমগ্রামের আবদালপুরে মতিয়ার রহমান নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মতিয়ারকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কারবারের ফাঁকে তারা বাংলাদেশ যেতো। আবার দিন কয়েক পর ফিরে আসত। এভাবেই জমিয়ে বসেছিল তাদের দ্বিগুণ ডলারের ফাঁদের কারবার।

স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে দিকে দিকে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রবন্ধগুলি যা দেশ ও জাতিকে দিশা দিতে পারে বা রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক ২০ বছরের যুবক দীনেশ গুপ্ত দেশের জন্য ফাঁসিকাঠে যে জীবন দিয়ে গেলেন সে প্রেরণায় তো ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা---যে সব কথা কোথাও আর শুনতে পাওয়া যায় না। যেমন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে কেবল 'থিওরী অফ রিলেটিভিটি'র জনক হিসাবেই দেখানো হয় কিন্তু তাঁর মানবতাবাদী রূপের কথা আলোচনা করা হয় না। সার্ধজন্মশতবর্ষে বিবেকানন্দকে নিয়ে কত আলোচনা কত সেমিনার চোখে পড়ছে বটে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টার কথা অনুক্তই থেকে যাচ্ছে। বর্তমানের যুবমানসে সে কথাই তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার তাগিদে এই নিবন্ধের অবতারণা।

বিভিন্ন দফায় স্বামীজীর ভারত পরিক্রমা আসলে ছিল তাঁর ভারত আবিষ্কার। ভারতের শক্তি ও দুর্বলতা তিনি দেখেছিলেন নিজের চোখে। তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার কারণ নিয়ে বললেন 'সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ মৃত্যকে নিশ্চিত জেনে গোটা জীবনকে পরার্থে নিয়োজিত করা।' সন্ন্যাসী হয়ে সেই আদর্শ পালন করতে প্রথমেই অনুভব করলেন দেশের মানুষের জন্য ব্যথা, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি আগেই কিছুটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সে পটভূমি বিস্তৃত হল সমগ্র বিশ্বে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। কপর্দকহীন সহায়সম্বল শূন্য যুবক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় আবির্ভাবে বিশ্ববাসী শুনতে পেল তাঁর বজ্রনির্ঘোষী রণহুঙ্কার। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাজালেন সেই বিজয় শঙ্খনাদ ঃ

'ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা!
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে'

পাশ্চাত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে অগ্নিময় ভাষায় নির্ভিক কণ্ঠে ইংরেজদের উদ্দেশ্যে সেদিন তিনি বলেছিলেন 'এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজেদার তরবারী নিয়ে তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছ....আমাদের পায়ের তলায় দলেছ, ধুলোর মত তুচ্ছ জ্ঞান করেছ—তোমরা মাংসাশী জানোয়ার। মদ খাইয়ে তোমরা আমাদের অধঃপতিত করেছ। অসম্মানিত করেছো আমাদের নারীকে, বিদ্রুপ করেছ আমাদের ধর্মকে, তোমরা আমাদের দিয়েছে তিনটি 'ব'—বাইবেল, ব্রান্ডি আর বেয়নেট।' আমেরিকার সভ্য সমাজ এসব কথা শুনে স্তম্ভিত। ভাবছেন এ সব কি একজন সন্ন্যাসীর কথা? হ্যাঁ, এটাই সন্ন্যাসী হয়েও বিপ্লবী বিবেকানন্দের কথা ছিল।

অস্থির চঞ্চল স্বামীজী জীবনের কিছুটা সময় কিভাবে ব্যয় করেছিলেন সেটি ভারতবাসীর কাছে খুব পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বামীজিকে নিয়ে গবেষণামূলক পুস্তক ও নিবন্ধ, ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া তথ্যমূলক পুস্তক ও স্বামীজির স্মৃতি রোমন্থনকারী জীবিত বিপ্লবীদের নানাবিধ পুস্তক ও নিবন্ধের মাধ্যমে তা অনেকখানিই উদ্ঘাটিত। বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করতে সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে শক্তিজোটের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে বন্দুক নির্মাতা হিরাম ম্যাকসিসের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেহের ভিতর থেকে কোন সাড়া পাইনি। দেহটা মৃত।' ভগিনী নিবেদিতার প্রখ্যাত জীবনীকার লিজেল রেঁম বলেছিলেন, 'স্বামীজীর ইচ্ছায় মিস ম্যাকলাউড বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। স্বামীজীর কিছু আগুনে চিঠি ও চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালানের কথা ম্যাকলাউড সূত্রেই জানতে পারা গেছে। এবার শুনুন বিদেশে মাটিতে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর আহ্বান।

শুধু আমেরিকার মাটিতে নয়, খোদ ইংল্যান্ডেও ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস-কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ-হৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়! চেপে বসুক, নিজেদের ইনডিপেন্ডেন্ট বলে ডিক্লেয়ার করুক, হেঁকে বলু, 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম', আর সমস্ত স্বাধীন গভর্ণমেন্টকে নিজেদের ডিক্লেয়ারেশন পত্র পাঠিয়ে দিক, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, পড়ুক আমার বুকে। আমেরিকা, ইউরোপ একবার কিরকম কেঁপে উঠবে। কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করুক। শুধু কাঁদুনি গাইলে কি হবে?' স্বামীজির এই আহ্বানে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের মধ্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তার মাত্র দুইটি উদাহরণ তুলে ধরছি। ১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকায় বালক হেমচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী) মিলিত হতে পেরেছিলেন স্বামীজির সাথে। সেখানে স্বামীজি হেমচন্দ্র ঘোষ ও তার সাথীদের বলেছিলেন' গোলাম পশুরও অধম। আসল দরকার হল মানুষ, মানুষের মত মানুষ। ভারতমাতা ঐরকম সহস্র মানুষ বলি চান, জানোয়ার নয়। তোরা ওঠ, জাগ, গোলামির শিকল ছিঁড়ে ফেল, ছিনিয়ে নে দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কি এমনি কেউ দেয় রে? পশুও চায় না বন্দী হয়ে থাকতে। গরুকে বেঁধে রাখলে গরুও দড়ি ছিঁড়তে চায়, ছিঁড়তে চেষ্টা করে। তোরা মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠ। আর হাতে কৃপাণ ধর, ধর বন্দুক। চলুক গুলি-গোলা। ভীমা রণরঙ্গিনী মহাকালীর সন্তান আমরা। ভয় কাকে? কিসের ভয়? সেদিন যে হাত দিয়ে তিনি বিবেকানন্দকে প্রণাম করেছিলেন সে হাত আর কারও পায়ে নত হয়নি। এমন কি গান্ধীজীর পায়েও নয়। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত স্বামীজিই ছিল তাঁর আদর্শ, প্রেরণার কেন্দ্রস্থল।

এবার বলি বাংলার ছেলে প্রথম শহীদ হওয়া কানাইলালের কথা। ফাঁসির আগে সে কারাগারে চেঁচিয়ে পড়ছে বিবেককানন্দের জ্ঞানযোগ। সাহেব সুপার ছুটে এসে বলল, 'অত চেঁচাচ্ছ কেন?' পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ কানাইলাল উত্তরে বলল, 'বুঝতে পারছ না? তোমাদেরই দেশে লন্ডনে এইসব কথা শুনিয়েছেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। শোন, শোন, এই আমাদের মন্ত্র, মরতে আমরা ভয় পাই না, সাহেব। মৃত্যুতে আমাদের আনন্দ। মৃত্যুকে আমরা ভালবাসি, আর ভালবাসি আমাদের দেশকে, আমাদের মাতৃভূমিকে। যার লেখা আমি পড়ছি সেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের তা শিখিয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর সন্তান।' তাই ফাঁসিকাঠে যেসব তরুণ যুবক বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হাসতে-হাসতে প্রাণ দিয়ে গেল তাদের হাতে থাকত 'গীতা' আর বিবেকানন্দের 'বর্ত্তমান ভারত'।

মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগেও বিবেকানন্দ কোন ভাবনায় ভাবিত ছিলেন দেখুন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা বেলুড়ে ব্যক্ত করেছিলেন বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে। বেলুড় মঠেই তিনি তিলককে বলেছিলেন 'ব্রাহ্মণ ছাড়া ব্রিটিশকে ভারত থেকে উৎখাত করা যাবে না এবং তাই করতে হবে। আর কামাখ্যা মিত্রকে বলেছিলেন 'ভারতের আজ বোমা দরকার'। স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ আমি বিদেশে বোমা বানানো শিখে এসেছি। আমি যদি বোমা বানিয়ে দিই তোরা লাটসাহেবের বাড়িতে ফেলে আসতে পারবি।' একথা রহস্যছলে বলেছিলেন কি না জানা না গেলেও মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এই ছিল স্বামীজীর ভাবনা। আর এই ভাবনা যারা বেদকে চাষার গান বা চাকরী না পেয়ে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলে দাবী করেছিলেন তাদের কাছে তুলে ধরাটা কি আজও প্রাসঙ্গিক নয়? সন্ন্যাসী হলেই তাকে শুধু ধর্ম কথা নিয়েই থাকতে হবে---এই ভাবনায় বিশ্বাসীরা শংকরাচার্য, বিদ্যারণ্য স্বামী (বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) বা সমর্থ রামদাশের দেশরক্ষার কাজগুলি নিয়ে হয়ত দোলাচলে ভুগছেন। তাদের অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে তমসাচ্ছন্ন ভারতের খোলা ময়দানে নেমে এসে রাজনীতির যাঁতাকলে আবদ্ধ ও বিভ্রান্ত যুব সমাজকে দুর্নীতিযুক্ত ও দেশলুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে কি পারেন না বিবেকানন্দের মত? ভারতের সন্ন্যাসী সমাজই পারে এই কাজ করতে এবং তাদের কাছেই রাখছি এই আবেদন।

এবার আসি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী অরবিন্দের কথায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান রাখতেই বোধহয় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫ই আগস্ট। বর্তমানে ঐ দিনে স্বাধীনতা দিবস পালনের হুল্লোড়ে বোধহয় বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দকে চেনানোর, জানানোর প্রয়োজন ভুলতে বসেছি। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ঔপনিবেশিক দাসত্ব মুক্তির সংগ্রামে তাঁর প্রতিদিনের অগ্নিগর্ভ রচনার কথা বর্তমান কালের যুবকেরা শুনতে পায় না, এমন কি আলোচনা করাও হয় না। মানিকতলা কেন্দ্রে উল্লাস দত্তের ফর্মুলায় বানানো বোমা নিয়েই প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে এ্যাক্শন করেছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। মাত্র একদিন পর ২রা মে তারিখেই ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী নেতা, ভাবীকালের পৃথিবী বিখ্যাত 'সুপারম্যান' শ্রী অরবিন্দকে পুলিশ সুপার ক্রেগান হাতে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে নিয়ে গেল। শুরু হল অরবিন্দের বিরুদ্ধে সেই বিখ্যাত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা। কেমব্রিজে শ্রী অরবিন্দের সহপাঠী বীচক্রফই ছিলেন বিচারক আর অরবিন্দের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। অবশ্য এই মামলায় অরবিন্দের ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম বলেছিল শ্রীরামপুরের জমিদার বাড়ির ছেলে নরেন গোস্বামী পুলিশের কাছে ধরা পড়ে ও রাজসাক্ষী হয়ে। অরবিন্দকে বাঁচাতে এই নরেনকেই জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করেছিল কানাইলাল। একথা ঠিক নরেনের অপরাধ ছিল অমার্জনীয়। তবুও বলব এ ঘটনা শাপে বর হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল বলেই কানাই-সত্যেনের মত শহীদদের অনন্যসুন্দর পদধ্বনি আমরা শুনেছি, কারাজীবনের প্রসাদে শ্রীঅরবিন্দের 'বাসুদেব দর্শন' হয়েছিল, দেশবন্ধুর চিত্তে রাজনীতিক জীবনের প্রেরণা এসেছিল, বিপ্লবের রথ পেয়েছিল দুর্জয় গতিবেগ। ১৯০৮ থেকে ৫ই মে ১৯০৯ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিদারুণ জেল জীবনযাপনের পর শ্রী অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার দুটি পত্রিকা, বাংলায় ধর্ম ও ইংরেজিতে কর্মযোগিনের সম্পাদনা ও প্রকাশ শুরু করলেন। ২৫শে ডিসেম্বর দেশের অবস্থা বর্ণনা করে কর্মযোগিনের পাতায় দিলেন আর এক অগ্নিবাণী 'To my country men'। গুপ্ত সংগ্রামের বিপজ্জনক নেতা হিসাবে নানা অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার ও সম্ভব হলে আন্দামান পাঠাতে ইংরেজরা ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিতে শুরু করেছিল। এখন কর্মযোগিনের ঐ লেখাটি তাদের কাছে এনে দিয়েছিল সুযোগ। ঐ লেখাটি রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করে শ্রী অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল ইংরেজরা ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল। পুলিশ অবশ্য তার আগে থেকেই তাঁকে খুঁজছিল। বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি যে অন্তর্বাণীর কথা বলেছিলেন সেই অনুসারেই এই সময়ে তিনি পেলেন আর এক অগ্নিবাণী ঃ Go to Pondicherry । তাই অতি গোপনে ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে ১লা এপ্রিল ১৯১০-এর রাতে কলম্বোগামী ফরাসী জাহাজ দুপ্লেতে করে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক নামধারী অরবিন্দ ঘোষ ও বিজয় দাস পণ্ডিচেরীর বুকে এসে নামলেন ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০, যেদিন কলকাতায় তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। ব্রিটিশ দেখল পাখি উড়ে গেছে। তবুও তারা থামেনি। প্রায় ৩৫ বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে রেখেছিল তাদের গোয়েন্দাবাহিনী। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধের এই অগ্রণী সৈনিক যে সাহেবদের কাছে ছিল The most dangerous man in India.

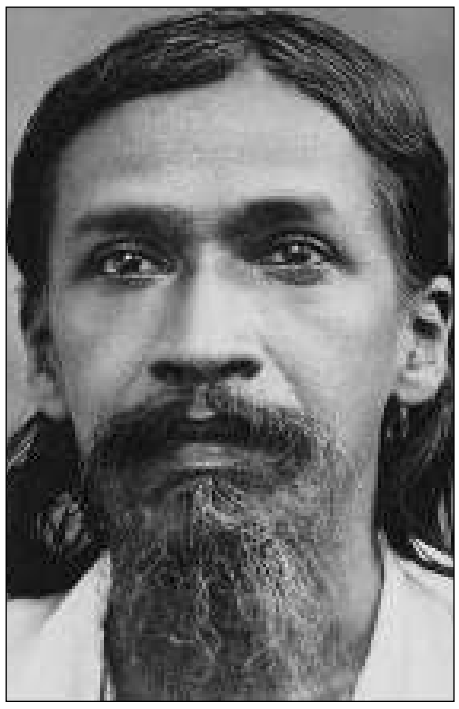

ভারতের পটভূমি আজ বিষণ্ণ। ধূসর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জ্ঞানী, গুণী, মন্ত্রী ও আধিকারিকরা আসেন। ক্লিষ্ট ভাষণ, নতুন গাঁদাফুল, রং ছেটানো রজনীগন্ধা আর সবশেষে চা-সিঙাড়া দিয়েই পালিত হয় আমাদের হাজার হাজার যুবকের আত্মবলিদানের স্বাধীনতা দিবস। আজকের স্বাধীনতা দিবস পালিত হোক সেইসব রক্তক্ষরা দিনগুলির কথা নিয়ে, ভারতের যুবসমাজ উদ্দীপ্ত হয়ে আবার যেন দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন—আনতে পারে নতুন প্রভাত, নতুন ভারত।

(লেখাটি পুনঃমুদ্রিত করা হল)

তপন ঘোষের ফেসবুক একাউন্ট ব্লক

হিন্দু সংহতির মুখ্য উপদেষ্টা মাননীয় তপন ঘোষের অ্যাকাউন্টটি ৩০ দিনের জন্য বন্ধ করে দিল ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এর কারণ কি? জিজ্ঞাসা করা হলে তপনবাবু জানান, সম্প্রতি ওয়াজেদ আলির সঙ্গে এক বিতর্কের জেরে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। মুসলিমদের সম্পর্কে করা এই পোস্টের জন্যই তারা ব্যাপক চটে গেছে। সম্ভবত তাদের করা নালিশের ভিত্তিতেই তাঁর পেজটি কিছু দিনের জন্য ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন ফেসবুকও জেহাদি শক্তির কাছে মাথা নত করল।

হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, রমজান মাস চলছে। এখন ওদের সমস্ত অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা হবে শান্তির নামে। তপনদার একাউন্ট সাময়িক বন্ধ করে দেওয়ার কারণও এটা। কিন্তু এভাবে সত্যের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না তিনি জানিয়েছেন।

ডিসেম্বর মাসেই আসাম-বাংলাদেশ সীমান্ত সিলকরা হবে, জানালেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রুখতে উদ্যোগী হল আসাম। চলতি ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই সিল করে দেওয়া হবে দু'দেশের মধ্যবর্তী এই সীমান্ত। গতে ২৪শে মে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান আমামের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনেওয়াল। তিনি আরও জানিয়েছেন, স্থলভূমিতে স্মার্ট ফেন্সিংয়ের পাশাপাশি নদী এলকাতেও সীমান্ত বন্ধ করতে বিশেষ প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও জানান, রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি দমন করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬ নিয়ে লাগাতার বিক্ষোভে সরব হয়েছে আসামবাসী। আফগানিস্তান, বাংলাদেশও পাকিস্তানের যে সমস্ত বাসিন্দারা ছ'বছরের বেশি সময় ধরে এখানে রয়েছেন, এই সংশোধনীতে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমের বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখেই যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অসমের মানুষজনের সমস্যা হবে এমন কোনও কিছু করবে না এই সরকার।

লাভ-জিহাদের শিকার পূর্ব মেদিনীপুরের মান্দারমনির মালতি গাস, উদ্ধারে গড়িমসি পুলিশের

পূর্ব মেদিনীপুর জেলারমন্দারমণি কোস্টার থানার অন্তর্গত তেঘরী গ্রামের ১৬ বছরের মালতি দাস (নাম পরিবর্তিত, পিতা-সৌমেন দাস) সে একাদশ শ্রেণীত পড়তো। কিন্তু গত ২রা এপ্রিল, সোমবার পরীক্ষা দিতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। বাড়ি না ফেরায় তার বাড়ির লোক তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। পরে জানা যায় মালতি কাঁথি থানার অন্তর্গত ছত্রধরা বাসস্ট্যান্ডের কাছের বাসিন্দা শেখ আসলমা খাঁ (পিতা শেখ জয়নাল) এর সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে মালতির বাবা পুলিশের কাছে অভিযোগ না করে শেখ জয়নালের কাছে তার মেয়েকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। কিনতু শেখ জয়নাল জানায় যে তার ছেলে আসলামাকে বেশ কয়েকদিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি মালতির বাবাকে আশ্বাস দেন যে ছেলে ফিরলে তিনি মালতিকে তার বাবার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু প্রায় ২৫দিন কেটে গেলেও শেখ জয়নাল কোনো মেয়ের কোনো খোঁজ না দেওয়ায় মালতির পিতা মান্দারমণি কোস্টাল থানায় গত ২৭শে এপ্রির তাঁর নিখোঁজ নাবালিকা মেয়েকে ফিরে পাবার আবেদন করেন। সেই মতো পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে IPC ৩৬৩ ও ৩৬৫ ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে, যার কেস নম্বর ২০/১৮। কিন্তু তার পরে একমাস কেটে গেলে নিখোঁজ নাবালিকা মালতিকে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে উদ্ধার করতে ব্যর্থ পুলিশ-প্রশাসন।

আই এস আই-এর গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করলো উত্তরপ্রদেশ এটিএস

গুপ্তচরবৃত্তি অভিযোগে আই এস আইয়ের এক ভারতীয় এজেন্টকে গ্রেপ্তার করল উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) ধৃত রমেশ সিং কানিয়াল ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত পাকিস্তানে কর্মরত এক ভারতীয় কূনীতিকেহ বাড়িতে রাঁধুনিরকাজ করত। সেখানেই সে আইএসআইয়ের সংস্পর্শে আসে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রমে দেশবিরোধী কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। গত ২৪শে মে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের াতিরিক্ত ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) আনন্দ কুমার এবং এটিএসের আইজি অসীম অরুণ যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে করে জানান, উত্তরাখণের পিথোরাগড় জেলার কিরোলা গ্রামের বাড়ি থেকে রমেশকে গ্রেপ্তার কার হয়। ধৃতের বাড়িতে চল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের একটি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্তার তৈরি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে মিলেছে সিমকার্ডও। ওই মোবইলের মাধ্যমেই আইএসে আয়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত রমেশ। ফোনটি পরীক্ষা করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলেই মনে করছেন তাঁরা। যেমন– ঠিক কী ধরনের তথ্য এতদিন ধরে পাচার করেছে রমেশ, তার একটা ধারণা মিলতে পারে। পাশাপাশি পাকিস্তানের কোন কোন নম্বর থেকে রমেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হত, ইন্টারনেট ব্যবহার হত কিনা তাও জানা যাবে। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই মোবালি বিশে স্পাইওয়্যার (গুপ্তচরবৃত্তির বিশেষ সফটওয়্যার) লাগানো থাকতে পারে। তাই আপাতত ফোনটিকে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় ভারতীয় দূতাবাসের কেউ জনিত নেই বলেই জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

মন্দির ভাঙচুর চালালো নামাজীরা

মন্দিরে ভাঙচুর চালালো ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষরা। গত ৯ জুন শনিবার ভোরের নামাজ পড়ে ফেরার সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেলহেড়িয়ার ৮নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত একটি মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় নামাজীরা। ভোরবেলায় উঠে এলাকার লোকেরা দেখে যে মন্দিরের গেটের তালা ভাঙা এবং মন্দিরের ভেতর বিভিন্ন অংশ ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এমনকি, মন্দিরের লাইট, পাখাও তারা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বছর খানেক আগে হিন্দু প্রধান এই অঞ্চলে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। মন্দির নির্মাণের সময় মুসলমান সমাজের দিক থেকে বাধা এসেছিল। এই আক্রমণ তারই ফলশ্রুতি বলে এলাকাবাসীর জানিয়েছেন। ঘটনার পর সাধারণ মানুষ রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশ এসে তাদের আশ্বস্ত করে এবং ৬ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে।

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে নৃশংস খুন

ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হল ১৩ বছরের নাবালিকা বনশ্রী ঘরুইকে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদনীপুরের তমলুক থানার অন্তর্গত ছিয়াড়া গ্রামে। দুষ্কৃতি ফকির খান ঘটনার পর থেকেই ফেরার। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩০শে মে।

এলাকার কুখ্যাত জেলখাটা ফকির খানের (পিতা ইদ্রিস খান) অনেক দিন থেকে কুনজরে ছিল ছিয়াড়া গ্রামের হতদরিদ্র অশোক ঘরুয়ের ১৩ বছরের নাবালিকা কন্যা বনশ্রীর প্রতি। ঘটনার দিন দুপুরবেলা বনশ্রীকে একা পেয়ে দুষ্কৃতি ফকির খান জোর করে টেনে নিয়ে যায় দুষ্কৃতি ফকির খান জোর করে টেনে নিয়ে যায় পাশের খেরি বনে। তারপর সেখানে জোর করে মেয়েটিকে সে ধর্ষণ করে। এতেও তার জ্বালা মেটেনি। বিধর্মীর মেয়ে বলে নৃশংসভাবে সেখানেই বনশ্রীকে খুন করে তার নগ্ন শরীরটা খেড়িবনে ফেলে আসে দুষ্কৃতি। এলাকাবাসীরা এই নৃশংস ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে থানায় ফকিরখানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কিন্তু ফকির খানকে এখনও পুরিশ ধরতে পারেনি। স্থানীয় মানুষজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৬ই জুন সকাল ৯টা থেকে ফকির খানের ফাঁসির দাবিতে কোলাঘাট থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য এই নৃশংস ঘটনায় দোষীর চরম শাস্তি দাবি করেছেন। তিনি আরও বলেন, কোথায় গেলেন এখন বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা আসিফার জন্য গলা ফাটিয়ে ছিলেন। বনশ্রীর প্রতি এতবড় অন্যায় হওযার পরও তাঁরা চুপ কেন? তবে কি বুঝতে হবে নাবালিকা হিন্দুর মেয়ে বলে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই।

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বারাক উপত্যকা নিয়ে বৃহত্তর বাংলা গড়তে প্রচার চালাচ্ছে জেএমবি

উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে বৃহত্তর একটি মুসলিম দেশ গঠন করার পরিকল্পনা নিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই। আর এই কাজে আইএসআই-এর সহযোগী হয়েছে বাংলাদেশের জিহাদি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক উপত্যকাকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে এই বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে হবে। সেই মতো পরিকল্পনা করা হয়েছে যে, এরিরাজ্যগুলোতে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক পরিমানে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘাটিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করা। শুধু তাই নয়, ওই রাজগুলিতে দাঙ্গা ঘটিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করাও এই পরিকল্পনার অঙ্গ। এমনকি এই রাজ্যগুলোর মুসলিম প্রধান এলাকাগুলিতে বৃহত্তর মুসলিম বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রিফলেট বিলিও করছে জেএমবি। সম্প্রতি গোয়েন্দা রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর গোয়েন্দা রিপোর্টের সত্যতা মিলেছে সাম্প্রতিক এই রাজ্যগুলোর ঘটনা ঘিরে। বিগত বছরগুলিতে এই কয়েকটি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে বাংলাদেশ থেকে নুপ্রবেশ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দুদের ওপর নিযতাতন। তারপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো এই কয়েকটি রাজ্যের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলিতে জেএমবি-এর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক, যা চিন্তায় ফেলেছে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিকে। তবে আইএসআই-এর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে বদ্ধপরিকর ভারতের নিরাপত্ত এজেন্সি সহ সেনাবাহিনী।

পুরাতন মালদহে অস্ত্র কারখানার হদিশ গ্রেপ্তার আক্রাম শেখ

পুরাতন মালদহের নারায়ণপুরে শিল্পতালুকে অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল পুলিশ। ঘটনায় পুলিস একজনতে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আক্রাম শেখ। তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাজমহলে। ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত আছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে জেরা করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। নারায়ণপুর নলডুবিতে একটি লেদ কারখানার আড়ালে চলত অস্ত্র তৈরির কাজ। সেখান থেকে অস্ত্র তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হতো বলে অভিযোগ। গত ৩১শে মেষ বৃহস্পতিবার সেখানে হানা দেয় পুলিশ। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের দুষ্কৃতীরা এই অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে এই অস্ত্র কারখানা চলছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই কারাখানায় হানা দেয় সেখান থেকে বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে।

হিন্দু সংহতির-র উদ্যোগে

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা

২৬শে জুন, ২০১৮ (শনিবার)
বেগড়ী গার্লস স্কুল
ডোমজুড়, হাওড়া

২৭ জুন, ২০১৮ (রবিবার)
মৈত্রী নিকেতন
সোদপুর এইচ.বি. টাউন

দেগঙ্গাতে রাতের অন্ধকারে কালীমূর্তিতে আগুন দিলো দুষ্কৃতিরা, এলাকায় উত্তেজনা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত দেগঙ্গা থানা এলাকা হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কারণে পশ্চিমবঙ্গে একটি পরিচিত নাম। এই থানা এলাকার মঙ্গলনগর গ্রামের শ্মশানকালী মন্দিরের মূর্তিতে আগুন লাগিয়ে দিলো দুষ্কৃতিরা। আগুন লেগে প্রতিমার বস্ত্র এবং মাথার চুল পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের শ্মশান-এর আশেপাশে কোনো লোকবসতি নেই। ফলে তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে গত ৪ঠা মে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মন্দিরটি পাকা হওয়ায় বড়সড় কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু মূর্তিতে আগুন লাগানোয় এলাকার হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে পরে এবং তারা শ্মশানের কাছে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখতে থাকেন। ঘটনার খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার পুলিশ, এসডিও ঘটনাস্থলে আসেন। তারা উদ্যোগ নিয়ে মূর্তি বসিয়ে দেন। এমনকি তারা উত্তেজিত হিন্দু জনতাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে সরকারি খরচে শ্মশানটিকে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি এবং দেগঙ্গা থানার ২জন পুলিশকর্মী মন্দির প্রাঙ্গণে মোতায়েন রয়েছে।

পূর্বস্থলীতে মন্দিরের ষাঁড়কে হত্যা মামলা দায়ের পুলিশের, অভিযুক্ত ফেরার

দেবতার নামে উৎসর্গ করা ষাঁড়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে মামলা দায়ের করল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ৬ই মে রবিবার বিকেলে পূর্বস্থলীর চণ্ডীপুরে ষাঁড় মারার ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিযে মৃত ষাঁড়টি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কাছাকাছি পশুদের ময়নাতদন্তের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় থানা চত্বরে পশু চিকিৎসক নিয়ে এসে ষাঁড়টির ময়নাতদন্ত করায় পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বস্থলীর মেড়তলা পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর এলাকার শিবমন্দিরে ভক্তরা মানত পূরণের উদ্দেশ্যে একটি ষাঁড় ছেড়ে দিয়ে যান। দেবতার নামে উৎসর্গ ষাঁড়টি বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ষাঁড়টি গ্রামের মধ্যে কখনও গৃহস্থের গাছপালা ও চাষের জমিতে নেমে ফসলের ক্ষতি করছিল। রবিবার বিকেলে ষাঁড়টি স্থানীয় বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সেই সময় সে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে ষাঁড়টিকে আঘাত করে। কিছুক্ষণ পরই ষাঁড়টি মারা যায়। পশুটিকে এভাবে মেরে ফেলার ঘটনাটি এলকার অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। এই ঘটনার পরই এলাকার বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ মৃত ষাঁড়টি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে। এরপরই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। কালনার এসজিপিও শান্তনু চৌধুরী বলেন, চণ্ডীপুরে একটি ষাঁড়কে মেরে ফেলার ঘটনায় কেস রুজু হয়েছে। পশু চিকিৎসককে ডেকে মৃত ষাঁড়টির পরীক্ষা করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

কলকাতায় ট্যাক্সি থেকে মহিলাদের ওপর অ্যাসিড হামলা, অভিযুক্ত শেখ নূর মমতাজকে খুঁজছে পুলিশ ঃ

দক্ষিণ কলকাতার পণ্ডিতিয়া রোডে গত ৬ই মে, রবিবার রাতে ঘটে গেছে আঁতকে ওঠার মতো ঘটনা। চলন্ত ট্যাক্সি থেকে অ্যাসিড ছুঁড়ে পথচারী মহিলাদের জখম করে পালিয়েছে একদল দুষ্কৃতিকারী। স্থানীয়রা ট্যাক্সিটিকে তাড়া করল চালকসহ সবাই ট্যাক্সি ফেলে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রাত ১০টার দিকে পণ্ডিতিয়া রোড দিয়ে যাচ্ছিল ডব্লুবি০৪এফ৭৫৯৩ নম্বরের একটি হলুদ ট্যাক্সি। গাড়িতে ছিল তিন-চারজন যুবক। ডোভার টেরেসের কাছে হঠাৎই ট্যাক্সির জানালা দিয়ে চালক মহিলাদের উপর অ্যাসিড হামলা চালায়। ট্যাক্সিতে চালক ছাড়াও আরও দু'জন ছিল বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। মূলত মহিলাদেই টার্গেট করা হয়। অ্যাসিড হামলায় ছয় জন জখম হয়েছেন। এদের প্রত্যেকেরই অ্যাসিড লেগে হাত, মুখের অনেকটা পুড়ে গেছে। তাদের মধ্যে দু'জনকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানায়, ওই তরুণী চালককে রিকি বলে এক স্থানীয় যুবক হিসেবে শনাক্ত করতে পেরেছেন। এক তদন্তকারী অফিসার জানান, রিকি কালীঘাটের নিষিদ্ধ পল্লীতে থাকে। তার ভালো নাম শেখ নূর মুমতাজ। এর আগেও একবার গোলমাল পাকানোর জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল রিকিকে। রিকির খোঁজ করছে পুলিশ। ট্যাক্সিতে আর কারা ছিল? তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কি কারণে হামলা? তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে রিকি পলাতক।

মুর্শিদাবাদে মাদক ইনজেকশন কারবারি রেজাউল করিম গ্রেপ্তার

মুর্শিদাবাদ থেকে একগুচ্ছ ইঞ্জেকশন বাজেয়াপ্ত করল নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। এইসব ইঞ্জেকশন বুপোরনরফিন গ্রুপের। যা মাদক হিসেবে ব্যবাহার করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। হেরোইনের আকাল পড়ায় এই ইঞ্জেকশনের চাহিদা বেড়েছে। গত ৪ঠা মে,শুক্রবার এই ইঞ্জেকশন কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন এনসিবি'র অফিসাররা। আরও একজন ভুয়ো মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারের খোঁজ চলছে। লাইসেন্স ছাড়াই মেডিক্যাল প্র্যাকটিস করে বলে জানা গিয়েছে। এনসিবি'র কাছে খবর আসে, মুর্শিদাবাদে একটি নির্দিষ্ট ইঞ্জেকশনের চাহিদা ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তা নিয়ে আসা হচ্ছে। এক-একটি ইঞ্জেকশন বিক্রি করা হচ্ছে একশো টাকায়। অল্পবয়সি যুবকদের মধ্যে এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। তারা ওই ইঞ্জেকশন কিনে নিয়ে গিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে নিজেরাই শরীরে পুশ করছে। এরপরই এনসিবি'র একটি টিম মুর্শিদাবাদে হানা দেয়। সেখান থেকে রেজাউল করিম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ইঞ্জেকশন। তাকে জেরা করে আরও এক অভিযুক্তের খোঁজ মেলে। জানা যায়, তার ওষুধের দোকান রয়েছে। কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া বেআইনিভাবে ওই দোকান চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে সে কোনও ডিগ্রি ছাড়াই মেজিক্যাল প্র্যাকটিস করে। তার কাছে এনসিবি কর্তাদের আসার খবর কোনও ভাবে পৌঁছে যাওয়ায় সে পালিয়ে যায়। তার বাড়ি থেকেও উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ ইঞ্জেকশন। প্রয়োজনীয় নথি ছাড়াই সেইসব ইঞ্জেকশন নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ইঞ্জেকশনের মূল্য প্রায় দেন লক্ষ টাকার কাছাকাছি বলে দাবি করেছে এনসিবি।

দার্জিলিং-এ পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বস্তি গড়ে উঠছে, অভিযোগ আলুওয়ালিয়ার

পরিকল্পিতভাবে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিয়ে এসে দার্জিলিং-এ থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। গতকাল সাংবাদিকদের সামনে এমন মন্তব্য করেন শিলিগুড়ির এম পি সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া। তিনি আরো বলেন যে পাহাড় ও তার আশেপাশের চিকেন নেক অঞ্চল ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে রোহিঙ্গা মুসলিমদের এনে বসালে তা যেমন ভারতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক তেমনি পাহাড়ের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও বিপদের কারণ হতে পারে। তিনি বলেন যে দার্জিলিং-এর ভেলোতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের এনে বসানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে সেখানে প্রায় ৫০টি রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবার এসে বাড়ি করে ফেলেছে। তিনি অভিযোগ জানান যে, তাদের এখানে আনার পিছনে GTA প্রধান বিনয় তামাঙ্গ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হাত রয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে সব জেনেও চুপ করে আছেন বিনয় তামাঙ্গ। উল্টে রোহিঙ্গাদের নানারকমভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। আলুওয়ালিয়ার এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আসামের হাইলাকন্দিতে হিন্দু ছাত্রের খৎনা করালো মুসলিম শিক্ষকরা

গত ১১ই মে, শনিবার আসামের হাইলাকান্দির এক স্কুলে পাঠরত হিন্দু ছাত্রকে ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী খতনা (লিঙ্গচ্ছেদ) করালো স্কুলেরই মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্ররা। এইরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে হাইলাকান্দির ঘাড়মুরা বিদ্যাপীঠে। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রের নাম সমু দাস। এই ব্যাপারে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার মনীশ শর্মা জানিয়েছেন যে শিশুটির বয়স ৬ বছর। তার মা আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরা বিশেষজ্ঞ দিয়ে ঘটনার তদন্ত করছি। তবে এই ঘটনায় আসাম জুড়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এইরকম ইসলামিক বর্বরতা পাকিস্তান বা বাংলাদেশে আগে ঘটলেও ভারতে ঘটায় অনেকেই আতঙ্কিত। ছেলেটির পরিবারের পক্ষ থেকে দোষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার বাংলাদেশি, বনগাঁ সীমান্তে চাঞ্চল্য

অস্ত্র-সহ এক বাংলাদেশি দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। অভিযোগ, ওই বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে এসে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ধৃতের নাম বাদশা মিঞা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ কালোপুর এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুষ্কৃতী কয়ে বছর আগে বাংলাদেশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চোরা পথে ভারতে পালিয়ে আসে। কালোপুর এলাকায় এক যুবতীকে বিয়ে করে নাম পালটে পাকাপাকি আস্তানা তৈরি করে। এখান থেকেই চোরাপথে সে অস্ত্র কেনাবেচার কাজ চালাচ্ছিল। ধৃতকে বনগাঁ আদালতে তুলে ফের নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। দুষ্কৃতির সঙ্গে জঙ্গি যোগ আছে কিনা তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

লাভ জিহাদের শিকার

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মঘাতী ছাত্রী

লাভ জিহাদের স্বীকার হল দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। দীর্ঘদিন সম্পর্ক রাখার পর হঠাৎই সম্পর্ক ছেদ করে যুবকটি। শুধু মানসিক সম্পর্ক নয়, ছাত্রীটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে যুবকটি। আকস্মিক এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ফেসবুকে লাইভ ভিডিও কল করে আত্মঘাতী হয় দ্বাদশ শ্রেণীর এই হিন্দু ছাত্রী। ঘটনাটি সোনারপুরের বৈদ পাড়ায়।

আত্মঘাতী ছাত্রী মৌসুমী মিস্ত্রি সোনারপুর কামরাবাদা স্কুলের ছাত্রী। সোনারপুরেরই ঘাসিয়ারার এক মুসলিম যুবক আরিয়ানের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে। গত ১০ই জুন রবিবার দুপুরবেলায় এক বান্ধবীর ফোন পেয়ে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার মধ্যে ফেরার কথা বললেও সময়মতো বাড়ি ফেরেনি। সন্ধে ৬টার পর সে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে সেভাবে কথা বলেনি। প্রতিদিন সকাল ৮টার মধ্যে মৌসুমী উঠে পরলেও সোমবার ওঠেনি। অনেক ডাকাডাকিও করেও মেয়ের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মৌসুমীর মা জানলা দিয়ে মেয়ের ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে ওড়না ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার দেহ ঝুলে রয়েছে।

মৌসুমীর মোবাইলে এখনো স্টোর রয়েছে তার আত্মহত্যার ভিডিও। ঘটনার আগে আরিয়ানের সঙ্গে হোটাস্অ্যাপ কলে তার দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। আড়িয়ান বিষয়টি জানলেও কাউকে কেন জানায়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে আরিয়ান নাম ও ধর্ম পরিচয় গোপন রেখেই মৌসুমীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এভাবে সে অনেক মেয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তোলে বলে অভিযোগ। মৌসুমীর মা ও এলাকার মানুষ অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবী জানিয়েছে।

নিপা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে কোরান পড়ার পরামর্শ

কেরালার কোঝিকোড় ও তার আশেপাশের জেলাগুলিতে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত কয়েকশো মানুষ। চিকিৎসকরা ওই রোগের কোনো ওষুধ না পেলেও কেলারার সুন্নি মুসলিম ধর্মগুরু মজর ফইজি এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে রোগীদের কোরান পড়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি সবাইকে কোরানের ৩৬ নম্বর অধ্যায় থেকে ''সুরা-আল- ইয়াসিন'' ১০০০ বার পাঠ করতে বলেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে এর ফলে মানুষ নিপা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাবে। আরও দাবী করেন যে কয়েক দশক আগে মাল্লাপুরম জেলায় এরকম এক অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সেই সময় প্রশাসন রোগ সারাতে ব্যর্থ হলেও সাধারণ মানুষ কোরান পাঠ করেই ভালো হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসকমহল এটিকে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জানিয়েছেন।

দেশ-বিদেশের খবর

কাশ্মীরের আজাদী গ্যাং-কে কড়া বার্তা দিলেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত

''আজাদী কোনোভাবেই মিলবে না'' ঠিক এইভাষায় কাশ্মীরের যুবকদেরকে সতর্কবার্তা দিলেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত। গতকাল ১০ই মে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সেনার মেডিকেল কর্পস-এর একটি অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত। তিনি তার বক্তব্যে কাশ্মীরের যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কাশ্মীরের আজাদী কোনোদিন সম্ভব নয়। তোমরা যদি আজাদী চাও, তাহলে তোমাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়তে হবে। সেই লড়াইতে তোমরা জিততে পারবে না। তবে তোমরা মনে রেখো যে সেনাবাহিনীর ওপর হামলা হলে কিন্তু সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। তারাও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। তিনি আরো বলেন যে, কাশ্মীরের

যুবকরা পাকিস্তানের চক্রান্তের শিকার। তারা পাকিস্তানের উস্কানিতে সেনাবাহিনীর ওপর পাথর ছোঁড়ে বলে সেনাপ্রধান মন্তব্য করেন। তিনি কাশ্মীরি যুবকদেরকে সতর্ক করে বলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী অনেক মানবিক। কিন্তু হামলা হলে সেনাকে আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালাতেই হয়।

ইরানের হামলার জবাব দিলো ইজরায়েল

ইজরায়েলি সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে গত ৯ই মে, বুধবার রাতে ইরান প্রায় ২০টি রকেট হামলা চালিয়েছে। আর তার বদলা নিতে সিরিয়ায় ইরানীয় ঘাঁটিতে বুধবার রাত থেকেই পাল্টা অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ইজরায়েলের তরফে বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানো হয়েছে। এদিন সকালে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অভিগদ্যের লিবারম্যান সাংবাদিকদের বলেন, 'সিরিয়াস্থিত ইরানের প্রায় সব ঘাঁটিতেই আমরা আক্রমণ করেছি। এটা তাদের (ইরান) মনে রাখা উচিত যে আমাদের উপর বৃষ্টি পড়লে আমরা ঝড় বইয়ে দেব।

প্রসঙ্গত, সিরিয়ার গোলান হাইটসে ঘাঁটি পেতে রয়েছে ইরানি সেনা। সেখান থেকেই বুধবার রাতে ইরজায়েলি সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে রকেট হালমা চালানো হয়। ইরানের আল-কুডস বাহিনীই ওই রকেট হামলা চালিয়েছে বলে ইজরায়েলের অভিযোগ। যদিও ইরানের তরফে এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। যদি ইজরায়েলের অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে বুধবার রাতের হামলাতেই প্রথম সিরিয়া থেকে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে রকেট প্রয়োগের ঘটনা ঘটল। পাশাপাশি সিরিয়ায় ইরানি ঘাঁটিতে পাল্টা আক্রমণও সম্প্রতি অতীতে ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের অন্যতম বড় পদক্ষেপ।

মায়ানমারে গণহত্যা চালিয়েছে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা ঃ রিপোর্ট অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের

রোহিঙ্গা মুসলিমদের জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলভেসন আর্মি'-এর জঙ্গিরা আরাকান প্রদেশের খা মঙ্গ সেইক-এর হিন্দুপ্রধান গ্রামে হিন্দু গণহত্যা চালিয়েছিল ২০১৭ সালের ২৫শে আগস্ট। এমনটাই দাবি করে আসছিলো মায়ানমারের সরকার। কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি এতো বেশি ছিল যে হিন্দু গণহত্যার খবর বিশ্ববাসী বিশ্বাস করেনি। কিন্তু কিছু আগেই মায়ানমারের সরকার সে দেশের রাখাইন প্রদেশের হিন্দুপ্রদান গ্রামে বিদেশী সাংবাদিকদের এবং মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-কে নিয়ে যায়। সেখানে হিন্দু গণহত্যার স্থান ঘুরে দেখে রিপোর্ট দেয় অ্যামনেস্টি। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তর রাখাইনের খা মঙ্গ সেইক গ্রামে সে-দিন প্রায় ৫৬ জন হিন্দুকে নির্মমভাবে খুন করেছিল রোহিঙ্গা সলভেসন আর্মি (আরসা)-এর জঙ্গিরা। এমনকি যেখানে হিন্দুদের গণকবর দেওয়া হয়েছিল সেই স্থান ঘুরে অ্যামনেস্টি-এর দেখে লোকজন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর আধিকারিক তিরানা হাসানের কথায়, আমাদের সাম্প্রতিক তদন্তে রাখাইনে আরসার নির্মম হত্যালীলার ঘটনা সামনে এনেছে। মানবধিকার লঙ্ঘনের এই ছবি এতদিন সামনে আসেনি। তিনি আরো জানান, আটজন প্রত্যক্ষদর্শীর দাবির ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তারা দাবি করেছেন, ২০১৭ সালে ২৫শে আগস্ট, আরসার জঙ্গিরা ওই গ্রামে এসে হিন্দুদের চোখে-মুখে কালো কাপড় বেঁধে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তাদের সবার হাতেই ধারালো ছুরি, কুঠার রড ছিল। এই হিন্দু গণহত্যার কথা প্রথম সামনে এনেছিল মায়ানমারের সরকার। আর অ্যামনেস্টি-র রিপোর্টে সেই ভয়ঙ্কর গণহত্যার দাবিকে বিশ্ববাসীর সামনে আনলো।

আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিয়ে আইএস হামলা প্যারিসে

আবারার রক্তাক্ত হলো ফ্রান্স-এর প্যারিস। চেচনিয়া বংশোদ্ভুত এক নাগরিক প্যারিসে রুসেন্ট-অগস্টিনে ছুরি নিয়ে হামলা চায়া।য আর তাতেই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৩ই মে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরই সোস্যাল মিডিয়ায় হামলার ভিডিও পোস্ট করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তাতে দেখা গয়েছে, হামলার জেরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সেকানে। প্রাণ ভয়ে বাঁচতে অনেক পড়ে গিয়ে জখম হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বড় ছুরি নিয়ে একজনকে রাস্তায় তারা দেখতে পান। এরপর আততায়ী এলোপাথারী ছুরি চালাতে শুরু করে। ছুরির আঘাতে দু'জন মারা গিয়েছে। আট জন জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিস হামলাকারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তার।

সময় নষ্ট না করে আই এস প্যারিস হামলার দায় স্বীকার করেছে। সাইজ ইন্টেলিজেন্স জানায়, এক বিবৃতিতে আই সে হালমাকারীকে 'ইসলামিক স্টেটের সেনা' বলে উল্লেখ করেছে। সেই সঙ্গে বিবৃতিতে এই জঙ্গি গোষ্ঠী জানিয়েছে, ইরাক ও সিরিয়ার বদলা নিতেই এই হামলা। তদন্তকারী অফিসাররাও এটিকে জঙ্গি হামলা ধরে নিয়েই তদন্ত শুরু করেছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সময় শেষ বারের মতো 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনা গিয়েছিল হামলাকারীর গলায়। এমনটাই জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তাই এই হামলাকে জঙ্গি হামলা বলেই তদন্ত শুরু করেছে প্যারিস পুলিস। ফরাসি প্রেডিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যক্রোন ঘটনার নিন্দা করে জঙ্গিতের রেয়াত না করার পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

হিন্দু নাগরিকত্বের বিরোধিতায় মুসলিম সংগঠনগুলি

গুয়াহাটির খানপাড়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ। ভিতরে চলছে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী সংশোধনের কাজ, ঠিক সেই সময় বাইরে তুমুল বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিচ্ছে ঘনঘন। সবার মুখে একটি স্লোগান একটি- ''বাংলাদেশী হিন্দুদের নাগরিকত্ব মানছি না। গত ৬ই মে এইরকম ঘটনার সাক্ষী থাকলো গুয়াহাটি। হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্ব দেবার বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখালো সংখ্যালঘু ছাত্রসংগঠন, সারা অসম মাদ্রাসা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এবং মুসলিম ছাত্র সংস্থা। তারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন 'নাগরিকত্ব আইন সংশোধন মানব না', 'হিন্দু বাংলদেশী হুঁশিয়ার'। একই সঙ্গে বিক্ষোভ দেখায় সারা অসম বামপন্থী ছাত্র সংগঠন, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। আর এই বিক্ষোভের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আসামের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রমজান মাসে কাশ্মীরে অভিযান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

রমজান মাসের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে সেনা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জঙ্গিদমন অভিযান ''অপারেশন অল-আউট'' বন্ধ রাখা হবে। গত ১৬ই মে, বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে নিরাপত্তাবাহিনীকে এই কথা জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সর্বসম্মত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠক চলাকালীন রমজান মাসে জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। কিন্তু এই আবেদনের বিরোধিতা করে জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের যুক্তি ছিল এ এতে নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল ভেঙে যাবে। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে গত ১৬ ই মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করে জানা যে রমজান মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান বন্ধ থাকবে। তবে সন্ত্রাসবাদী হামলায় সাধারণ নাগরিকদের প্রাণ বিপন্ন হলে তার জবাব দেবে নিরাপত্তা বাহিনী। তবে টুইটে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন যে, শান্তিপ্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা যাতে নির্বিঘ্নে রমজান পালন করতে পারেন, তার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলা

ফের ছত্তিশগড়ে হামলা চালাল মাওবাদীরা। গত ২০শে মে, রবিবার দন্তেওয়াড়ার জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুলিশের একটি গাড়ি উড়িয়ে দেয় মাওবাদীরা। দান্তেওয়াড়া রেঞ্জের ডিআইজি রতনলাল দাঙ্গি জানিয়েছেন, ঘটনায় ৭ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

রাস্তা তৈরির ইমরাতি সামগ্রীর একটি ট্রাককে সুরক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল পুলিসের এসইউভি গাড়িটি। গাড়িতে ছিলেন ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনী এবং জেলা পুলিসের যৌথ বাহিনীর পুলিসকর্মীরা। চোলনার এবং করগুল গ্রামের কাছে আচমকাই তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। রাস্তায় আগে থকেই মাওবাদীরা আইইডি পুঁতে রেখেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হামলায় ছত্তিশগড় সশস্ত্র বাহিনীর ৩ জন এবং জেলা পুলিসের ৪জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর মাওবাদীরা পুলিসের ২টি একে-৪৭, একাধিক এনসাস ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল লুট করে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন এই মাওবাদী দমন অভিযানের ডি আই জি সুন্দররাজ পি।

উচ্চ শিক্ষিত জঙ্গি মহম্মদ রকি ভাট সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত

গত ৬ই মে কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর বড়ো সাফল্য পেলো। সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় পাঁচজন জিহাদির-যারা সকলেই হিজবুল মুজাহিদিনের জঙ্গি। এরমধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী নাম হলো মহম্মদ রফি ভাট। কিন্তু কে এই মহম্মদ রফি ভাট? কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কনট্র্যাকচুয়াল প্রফেসর ছিল মহম্মদ রফি ভাট (৩৩)। সমাজ বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি ছিল তার। গান্ডেরওয়াল জেলার চুন্দিনার বাসিন্দা সে। কয়েকদিন আগেই জঙ্গি সংগঠনে নাম লিখিয়েছিল ভাট। শুক্রবার নিখোঁজ হওয়ার পর ওই দিনই মাকে শেষবারে মতো ফোন করেছিল সে। বলেছিল, স্বল্প মেয়াদী জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। রবিবার বাবা ফৈয়াজ আহমেদ ভাটকে ফোন করে রফি। তখনই বাবাকে বিদায় জানায় সে।

ঠিক কী বলেছিল রফি? পুলিশকে ফৈয়াজ জানিয়েছে, সকালেই ছেলে আমাকে ফোন করে বলে, বাবা আমি যদি তোমাকে কখনও আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করো। এটাই আমার শেষ ফোন। কারণ আমি আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।' রিপোর্ট বলছে, জঙ্গি সংগঠনে নাম লেখালেও ছেলে কখনও অস্ত্র তুলে নেবে না বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন ফৈয়াজ। ১৮ বছর বয়সে একবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ভাট। তখন পুলিশ তাকে পাকড়াও করে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকেই ছেলের উপর কড়া নজর রাখতেন বাবা ফৈয়াজ। বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর থেকে যে সমস্ত কাশ্মীরি তরুণ জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই অল্প দিনের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। সেই মতো গতকাল ৬ই মে, রবিবার পুলিশের জালে পড়ে যায় ভাট। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় তার।

সেনা জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করছে

ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কাশ্মীরের কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা কিংবা পাকিস্তানের কোনো মন্ত্রীর নয়। এণ মন্তব্য দেশপ্রেমের ঠিকাদার বেজিপির জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভার স্পিকার এবং প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী নির্মল সিং-এর। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্মল সিং ব্যাক্তিস্বার্থ বজায় রাখার জন্যে সেনার মতো একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জিহাদিদের ভাষায় আক্রমন করলেন। জানা গিয়েছে, নির্মল সিং গ ২০১৪ সালে কাশ্মীরের নাগরাকাটাতে ২০০০ বর্গফুটের একটি জমি কেনেন আর্মি ক্যাম্পে পাশে, যেখানে সেনার অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে। তারপর গত ২০১ সালে তিনি ও জমিতে বাড়ি তৈরি শুরু করেন, যা সেনাবাহিনীর ক্যামের ৫০০ মিটারের মধ্যে যা বেআনি। বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করা জন্যে লেফটেনেন্ট জেনালের সুরজিত সিং উপমুখ্যমন্ত্রী কবিন্দর গুপ্তাকে চিঠি দেন আর তার ফলেই বাড়ির নির্মাণ কাজ আটকে যায়। আর তাতেই সেনাবাহিনীর ওপর এই ঘৃণ্য আক্রমণ করলেন নির্মল সিং।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

চট্টাগ্রামের সীতাকুণ্ডে ২ আদিবাসী হিন্দু কিশোরীকে ধর্ষণ করে হত্যা করলো আবুল হোসেন

চট্টগ্রামের জঙ্গলঘেরা আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকায় দুই কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করলো স্থানীয় মুসলীম যুবক আবুর হোসেন (১৫) সূত্র মারফত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৯শে মে, শনিবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। মৃত দুই কিশোরী হলো সুকলতি ত্রিপুরা (১৬) এবং তার পাশের বাড়ির ছবি রানী ত্রিপুরা(১৩)। সীতাকুণ্ডের পুলিশ আধিকারিক শম্পারানী সাহা জানিয়েছেন, ধৃত আবুল হোসেন এলকায় দুষ্কৃতী হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সে গত কয়েকমাস ধরেই সুকলতি ত্রিপুরাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলো। সে সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করায় বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে গত শনিবার দুপুরে তাকে ধর্ষণ করে এবং

তারপর তার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু এই ঘটনা পাশের বাড়ির ছবি রানী ত্রিপুরা দেখে ফেলায় তাকেও ধর্ষণ করে আবুল হোসেন এবং তারপর খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। সীতাকুণ্ড থানার পুলিশ দষ্কৃতী আবুল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমানে সে জেলে রয়েছে।

একাত্তরের গণহত্যার অভিযুক্ত আল-বদর কমান্ডার রিয়াজউদ্দিন ফকিরের মৃত্যুদণ্ড

বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী মদতপুরষ্ট ঘাতক বাহিনী আল-বদর নারা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু গণহত্যা, লুঠপাঠ ও ধর্ষণ চালিয়েছিল। সেই সঙ্গে মুক্তিকামী মুসলিম জনগণের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আল-বদর বাহিনী। সেই আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার রিয়াজউদ্দিন ফকিরকে গতকাল ১০ই মে, বৃহস্পতিবার মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার বিরুদ্ধে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়াতে গণহত্যা, খুন, ধর্ষণ-এর মতো গুরুতর অভিযোগ ছিল। সেইসব অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ট্রাইবুনালের বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে থাকা তিন বিচারপতির বেঞ্চ আল-বদর কমান্ডার রিয়াজউদ্দিনকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায়। ময়মনসিংহ জেলায় গণহত্যায় মামলায় ৫৯ বছর বয়সী রিয়াজুদ্দিন ছাড়াও আর এক অপরাধী আমজাদ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু বিচার চলাকালীন গতবছর আমজাদ আলী অসুস্থ হয়ে মারা যান। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রিয়াজউদ্দিন প্রথমে জামাত-ই-ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র সংঘের নেতা ছিলেন। পরে মুক্তি যুদ্ধের সময় গঠিত আল-বদর বাহিনীতে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহ জেলার কমান্ডার দায়িত্ব পান তার নেতৃত্বে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অংশে গণহত্যা ও ধর্ষণ-এর মতো মানবতাবিরোধী কাজ করেছিলেন। রিয়াজউদ্দিনের মৃত্যুদণ্ডের রায়ে খুশি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষজন।

বাংলাদেশের নবীগঞ্জের শ্মশান কালীমাতার মন্দিরে ভাঙচুর ও লুঠপাঠ চালালো দুষ্কৃতিরা

গত ১৩ই মে বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার বাউশা ইউনিয়নের সুজাপুর গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশানে থাকা কালীমন্দির ভাঙচুর ও লুঠপাট চালালো দুষ্কৃতীরা। এমনকি দুষ্কৃতীরা মন্দিরের প্রণামী বাক্সটাকেও লুঠ করে নিয়ে যায়। এই নিয়ে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সে কথা বুঝতে পরে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার পারভেজ আলম এবং আওয়ামী লীগের নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন

করেন। স্থানীয় হিন্দুরা সুপারকে ঘিরে ধরে দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেবার দাবি জানান।

পাকিস্তানে ভালো নেই সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখরা

মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিরাপদে নেই সেদেশে থাকা সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু ও শিখ ধর্মালম্বী মানুষেরা। তাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানে সক্রিয় একাধিক ইসলামকি জঙ্গি সংগঠন। সরকার দেখেশুনেও কোনো ব্যবস্থা নেয় না। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। এছাড়া ওই রিপোর্টে পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদিয়া মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সেই রিপোর্টে গত ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, গত বছর পাকিস্তানে ২৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক হামলায় জখম হয়েছে ৬৯১ জন সংখ্যালঘু। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি পাকিস্তানের প্রসাশন। আর সেই সুযোগে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, ধর্মান্তকরণ এবং সম্পত্তি দখল ইত্যাদি চালিয়ে গিয়েছে সেদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলি। ওই রিপোর্টে বিশেষভাবে পাকিস্তানে থাকা হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে। লেখা হয়েছে যে, হিন্দু বিবাহ আইন, পারিবারিক আইন এবং নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও যেভাবে হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তকরণ করা হচ্ছে, তা সত্যি চিন্তার। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ধর্মান্তকরণের কথাও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের শুরুর দিকে প্রায় ৫০০ হিন্দুকে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। এমনকি এইসব ধর্মান্তকরণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গি সংগঠনের নেতারাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েদিন আগেই পেশোয়ারে জঙ্গিরা গুলি করে শিখ নেতা চরণজিৎ সিংকে খুন করে। তিনি পেশোয়ারের বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি সেদেশে থাকা শিখদের অধিকার নিয়ে সরব ছিলেন। তবে এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এইসব ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেমন রয়েছেন।

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার মগড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখল

বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের কালীহাতি উপজেলার পালপাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখাল করলো স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা। বর্তমানে ওই জমির মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। এমনকি দখলকারীরা ৬৫ শতাংশ জায়গায় সামনে ১৬ জনের নাম দিয়ে একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন। থানায় জিজি করেও এখন নিরাপত্তাহীনতা ভুগছেন পাল সম্প্রদায়ের লোকজন। আওয়ারী লীগ নেতারা জমি বেদখলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় উপজেলা দশকিয়া ইউনিয়নের খাসমগড়া গ্রামের সংখ্যালঘু সনত পাল, সমীর পাল, অনিমা পাল ও গায়তরীপালের মগড়া বাজারের উত্তরপাশে ৬৫ শতাংশ জমির সামনে একটি ছাপড়া ঘর এবং সানি বোর্ড দেওয়া হয়েছে। সাইনবোর্জে দশকিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কোরবান আলী, আমানত আলী সরকার, সেলিম তালুকদার, মজিবর তালুকদার, আফাজ উদ্দিন ভুইয়া, ইসমাইল হোসেন ভুইয়া, রহিজ উদ্দিন মেম্বার, শফিকুল ইসলাম শফি, দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, আনোয়ার হোসেন আকন্দ, মতিয়ার রহমান ভুইয়া মেম্বার, আরিফুল ইসলাম আরিফ, জালাল উদ্দিন দুল্লু, মিজানুর রহমান নি, আবুল কাশেম ও নাজমুল হাসানের নাম রয়েছে। এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই আওয়ামী লীগের নেতা।

জমি দখলের অভিযোগে এনে সমনত পাল বাদী হয়ে কালিহাতী উপজেলাধীন মগড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ডি ডি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সংখ্যালঘুরা জানান, বেদখলকারীরা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারম সম্পাদক ও দশকিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক ভুইয়ার আত্মীয়-স্বজন। জিডি করার পরও দেলোয়ার হোসেন, শফিকুল ইসলাম শফি, আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে দস্যুরা গভীর রাতে ওই জমিতে মাটি ভরাট করতে যান। এ সময় নিয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের মধ্যে বর্তমানে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকেই জানান ওই জমি বেদখল করার উদ্দেশ্যেই গভীর রাতে সাইনবোর্ডে টাঙিয়ে ও টিন দিয়ে ছাপড়া ঘর তুলেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা।

সনদ পাল বলেন আমাদের জায়গা নিতেই তারা বিভিন্ন প্রকার হুমকি, ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এবং বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে মারতে আসে। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে বলে মালুর বাচ্চারা যদি এ দেশে থাকতে চাস তাহলে মামলা তুলে মিমাংসা কর। আমরা এখন খুব আতঙ্কে আছি।

স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন
হিন্দু বলে বিচার পেল না পরিবার

এক এক করে পর পর সাতটি হিন্দু ছাত্রীকে গণধর্ষণ করলে জেহাদী দুর্বৃত্তদের দল। ঘনটার সেখানেই ইতি নয়, ধর্ষণ কাণ্ডের পর তাদের মধ্যে দু'জনকে পশুর মতো নির্মমভাবে হত্যাও করা হল সেখানে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাপ্ত সূত্রের মতে অমানুষিক এই ঘটনাটির শিকার ছাত্রীরা প্রত্যেকেই পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন থানার অন্তর্গত আব্দুল জব্বার মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ঘটনার দিন একদল মুসলিম যুবক স্কুল ফেরৎ ছাত্রীদেরকে প্রকাশ দিবালোকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটায় বলে জানা গেছে। এরপর স্থানীয় মানুষজনের বদান্যতায় বাদবাকি পাঁচটি মেয়েকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই জেলারই স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত তারা সঙ্কটমুক্ত হতে পারেনি।

অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে বাংলাদেশের কোন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেন নি। তাই অগত্যা সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতেই এই মারাত্মক নিন্দনীয় ঘটনার বিষয়টি সকলের গোচরে এসেছ। আপাতত সারা বিশ্বে এই ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও

প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারের কোনও খবর না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, হিন্দু-বান্ধব বলে পরিচিত হাসিনা সরকার এই বিষয়ে এখনও এত উদাসীন কেন। এতবড় ঘটনার পরেও দুষ্কৃতিরা এখনও গ্রেফতার হল না তার কারণ কি, স্কুল ছাত্রীগুলো সংখ্যালঘু হিন্দু বলে? আর এই ঘটনা যদি হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে ঘটাতো, তখনও কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রশাসন এমন নিরুত্তাপ থাকতে পারতো? আপনাদের কাছেই প্রশ্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ হিন্দুদের জন্য কি নিরাপদ?

টমি রবিনসনকে গ্রেফতার করল লন্ডন পুলিশ

গ্রেট ব্রিটেনে ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সরব ছিলেন সে দেশের তরুণ জাতীয়তাবাদী নেতা টমি রবিনসন। কিন্তু সে দেশের রাজনীতিতে মুসলিম তোষণ এত বেড়ে গেছে যে মুসলিম সমাজের চাপে লন্ডন পুলিশ টমি রবিনসনেক গ্রেফতার করেছে। ওয়াকিবহল মহলের ধারণা লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের চাপেই টমি রবিনসনকে গ্রেফতার করেছে সে দেশের পুলিশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছর এই টমি রবিনসনের আহ্বানে হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষ তপন ঘোষ লন্ডনে যান। সেখানে পার্লামেন্টে তিনি তাঁর বক্তব্যে ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য পুরো ইংলন্ডে দারুণ হইচই ফেলে দিয়েছিল। তখন থেকেই টমি রবিনসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় সে দেশে ইসলামিক সমাজ। টমি রবিনসনের গ্রেফতার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তপন ঘোষ বলেন, 'ইংলন্ডে এখন ভারতের চেয়েও বেশি মুসলিম তোষণ করছে। এর ফল হবে মারাত্মক।' যে জাতি একদিন পুরো বিশ্ব শাসন করেছে আজ নিজ ভূমে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মা-মেয়ের ওপর অ্যাসিড হামলা চালালো সুকুর আলি

ফের অ্যাসিড হামলা। এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত গোপালনগর থানার ভাণ্ডারখোলায়। কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক মহিলাকে অ্যাসিড ছোড়ে এলাকারই সুকুল আলি নামক এক যুবক। অ্যাসিড হানায় গুরুতরভাবে আহত হন ওই মহিলা ও তার মেয়ে। অভিযুক্ত ঘটনার পর থেকেই পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ৯ই মে, বুধবার গভীর রাতে সুকুর আলি জানালা দিয়ে ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোড়ে বলে অভিযোগ। তখন মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন ওই গৃহবধু। স্বামী বাথরুমে গিয়েছিলেন। অ্যাসিড পড়তেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন মা ও মেয়ে। দ্রুত ঘরে ঢুকে স্বামী দেখেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে স্ত্রী ও মেয়ে। গৃহবধূর স্বামীর অভিযোগ, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তিনি তখন সুকুর আলিকে পালাতে দেখেন। তখন অবশ্য সুকুরকে নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। দ্রুত স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে বনগাঁ হাসপাতালে ছোটেন তিনি। সঙ্গে যান পড়শিরাও। পরে গোপালনগর থানায় সুকুর আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত সুকুর আলির খোঁজ শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছাড়া অভিযুক্ত সুকুর আলি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই গৃহবধূর পিছু নিয়েছিল সুকুর, হাসপাতাল বেডে শুয়ে আক্রান্ত মহিলা বলেন, 'সুকুর আলি তাকে বিরক্ত করছিল। তাকে কুপ্রস্তাবও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতেই তার উপর এই হামলা বলে তিনি জানান।' যন্ত্রণাকাতর মহিলা জানান, 'রাত তখন বারোটা হবে। আমি মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। আচমকাই মুখে, হাতে, গলায় জ্বালা শুরু হল। যন্ত্রণায় আমরা দু'জনেই চিৎকার শুরু করি।' বুধবার রাতেই অ্যাসিডে দগ্ধ মা-মেয়ের চিকিৎসা শুরু হয় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু'জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালেই সুকুর আলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। আক্রান্ত মহিলার পরিবারের অভিযোগ দিনে দিনে সুকুর আলির কুপ্রস্তাব বেড়েই চলছিল। এলাকার লোকজনের দাবি, সুকুরকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সুকুরের খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাক্তন হিন্দু প্রেমিকার নগ্ন ছবি পোস্ট ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযুক্ত কওসর আলি

প্রেম ভেঙে যাওয়ার পর হিন্দু প্রেমিকার নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিলো মুসলিম যুবক কওসর আলি। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার সিউড়িতে। চরম অসম্মানের শিকার ওই হিন্দু তরুণী সিউড়ি থানার অভিযুক্ত মুসলিম যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় সিউড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মুসলিম যুবক ওড়িশার একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ওই হিন্দু তরুণীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বেশ কয়েকমাস আগে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। কিন্তু এরপরেও অভিযুক্ত কওসর ওই হিন্দু তরুণীকে সম্পর্ক রাখার জন্যে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু মেয়েটি তাতে সাড়া না দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে কওসর। এমনকি তার কাছে নগ্ন ছবি আছে, এটা জানিয়ে ব্ল্যাকমেলও করতো কওসর। শেষ পর্যন্ত সওসর ৮ই মে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে মেয়েটির নগ্ন ছবি ছড়িয়ে দেয় কওসর। তারপর থেকে একের পর এক ছবি ছড়িয়ে দিতে থাকে কওসর। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মেয়েটি সিউড়ি থানায় গতকাল ২৬শে মে, শনিবার অভিযোগ দায়ের করেন। এমনকি অভিযুক্তের গ্রেপ্তারি ও শাস্তি চেয়ে বীরভূমের পুলিশ সুপারকেও চিঠি দিয়েছেন ওই তরুণী। সিউড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক বর্তমানে ওড়িশাতে থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মন্দির ভেঙে সৌন্দর্যায়ন ঃ প্রতিবাদ করল হিন্দু সংহতি

কিছুদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৮০০ বছরের পুরাতন একটি শিব মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছিল সরকারি নির্দেশে। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল রাস্তা সম্প্রসারণ করার জন্য মন্দির ভাঙতে তারা বাধ্য হচ্ছে। ঠিক একই রকমভাবে কলকাতার নিকটবর্তী কেষ্টপুরে খাল সংলগ্ন সৌন্দর্যায়নের অজুহাতে ১০০ বছরের পুরাতন শিব মন্দির ভেঙে ফেলা হল। এলাকার সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ। তাদের বক্তব্য, সৌন্দর্যায়ন বা রাস্তা প্রসারণ দরকার কিন্তু তা মন্দির ভেঙে কেন? মন্দির রেখেও তো এই কাজ করা যেত। মন্দিরের জায়গায় যদি মসজিদ থাকত তাহলেও কি সরকার তা ভেঙে দিত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, দোলা সেনের নেতৃত্বে এই অভিযান হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলে তিনি হুমকি দিয়েছেন বলেও তারা জানিয়েছেন। এমনকি লোকজন নিয়ে এসে মারধোর করার হুমকি তিনি দিয়েছেন বলেও স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, মন্দির হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান, তা ভাঙা কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রয়োজনের খাতিরে যদি মন্দির ভেঙে ফেলা হয় তাহলে অন্য ধর্মবালম্বীদের ধর্মস্থানও ভেঙে ফেলা উচিৎ। নেতাজী সুভাষ এয়ারপোর্টের ভিতর একটি মসজিদ আছে, শত অসুবিধা সত্ত্বেও

সেটি ইসলামিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের চাপে ভাঙা যায়নি। কলকাতার কেন্দ্রস্থল কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের নবনির্মাণ হল। সেখানে একটি মাজার আছে। কিন্তু এই বিশাল নির্মাণ কাজের সময়ও সেই মাজারটি অটুট রেখে কাজ করতে হয়েছে

নির্মাতাদের। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এক নিয়ম আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে আর এক নিয়ম, এটা মেনে নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে সমস্ত হিন্দু সমাজকে প্রতিবাদী হওয়ার ডাক দেন তিনি।

বারাণসীর মতো গঙ্গা আরতি এবার কলকাতার নিমতলাতেই, উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী

বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের মতো গঙ্গা আরতি হবে কলকাতার নিমতলা ঘাটেই। সে জন্যে মমতা ব্যানার্জির পরিকল্পনার উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাণসীর দশাশ্বেমেধ ঘাটের গঙ্গা আরতির প্রথা মেনেই নিমতলা শ্মশান ঘাটেই করা হবে গঙ্গা আরতি। গঙ্গা আরতি প্রতিদিন সন্ধ্যায় করা হবে। এর জন্যে বারাণসী থেকে ৭ জন পুরোহিত আনার পরিকল্পনা করেছে কলকাতা পুরসভা। এমনিতেই ক্ষমতায় আসার পরই গঙ্গার পাড় ও ঘাটগুলির সৌন্দর্যায়ন নিয়ে উদ্যোগী হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এর আগেই তিনি নিমতলা ঘাটকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাগবাজার ঘাটটিকেও সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এলইডি আলোও লাগানো হয়েছে। এবার নিমতলা ঘাটে গঙ্গা আরতির পরিকল্পনা নিলো কলকাতা পুরসভা।

হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য-সহ ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট ৩ মুসলিম যুবকের, গ্রেপ্তার করলো পুলিস

গত ২৬ শে মে নাগাদ সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে তিনজন মুসলিম যুবক একটি ভিডিও পোস্ট করে। হাওড়ার বাঁকড়া অঞ্চলের ওই তিনজন সাম্প্রদায়িক যুবক হল শেখ নিজামুদ্দিন, শেখ ইমরান আলি ও নুরবির মল্লিক। সেখানে স্পষ্টভাবে হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করে খুন করার হুমকি দেয় ওই তিন মুসলিম যুবক। এছাড়াও হিন্দুদের শ্রদ্ধেয় শ্রীরাম এবং সীতাদেবীকে নিয়েও অশ্লীল মন্তব্য করে ওই তিন যুবক। এছাড়াও হিন্দুদেরকে পশু বলে উল্লেখ করা হয় ওই ভিডিওটিতে। বলা হয় যে হিন্দুরা যেন কলমা পড়ে মুসলিম হয়ে যায়, তাহলেই এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা বাঁচবে বলে দাবি করে ওই ভিডিওটিতে। ওই ভিডিওটিতে নিজের নাম ইমরান বলে, বলে যে তার বাড়ি বাঁকড়া দক্ষিণ পাড়া মসজিদের কাছে। তবে এই ভিডিও হিন্দুদের নজরে আসার পর সবাই ওই তিনজন ধর্ম অবমাননাকারীকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে সরব হয়। তবে পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর হাওড়া কমিশনারেটের পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কড়া পাহারায় ডোমজুর থানায় নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে এই তিন যুবকের ঘৃণ্য চরিত্র প্রকাশ পেতে কোর্ট লকআপে অন্যান্য আসামীরাও এদের বেধম প্রহার করে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686/9836188899